মোহিত চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র পুরুষ, পুষটিরঘরনী, অন্যরমণী, দু জন রক্ষী, বস্।

দৃশ্য ১
যে কোনো রাত
মঞ্চে ইজেলের ওপর একটিশূণ্য ক্যানভাস । একধারে একজন মহিলা , একটি ডিভানে কাত হয়ে শুয়ে-তাঁকে নিদ্রিত মনে হয় । মহিলাটির বয়স মধ্য- চল্লিশ । সুশ্রীই বলাচলে। পঞ্চাশসংলগ্ন একজন পুষ হাতে একটি গজ-ফিতে নিয়ে শায়িত মহিলাটিকে খুবইসন্তর্পণে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাপছেন । মাপাটা ফিতের সংখ্যায়দেখে নিয়ে কী ভাবেন পুষটি , তারপর বাহুমূল থেকে আঙুলেরপ্রান্ত পর্যন্ত রমণীটির হাতের মাপ নেন ।পুষটি ফিতেরমাপটা দেখে নিয়ে হতাশভাবে মৃদু মাথা ন াড়েন ... মহিলাটিকে দেখেন ।মানুষটি ছবি আঁকেন , মহিলাটি তাঁর স্ত্রী । পুষটি দু পা এগিয়ে, আবারকী মান করে ফিরে এসে মহিলাটির মাথা থেকে চিবুক পর্যন্ত মাপ নেবারউপত্রম করতেই কোনোভাবে মহিলাটি টের পেয়ে নড়ে ওঠেন । পুষটিফিতে সহ হাত টা সরিয়ে নেন। মহিলাটির চোখ খুলে যায় । কি ভেবে তড়াককরে উঠে বসেন। পুষটির দিকেতাকান

ঘরণী কি হল ?
পুষ কিছু না তুমি ঘুমোচ্ছ কি না দেখতে এলাম
ঘরণী ভণ্ডামো রাখো ! কেন এলে তা কী বুঝিনা ভেবেছো ?
হাতে ফিতে কেন?
পুষ ফিতে ... মানে... জানোইতো তুমি...
ঘরণী কি ভাবো আমাকে ? মানুষ না আর কিছু ।
লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ ফিতে দিয়ে মাপো
এ কী সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ড
এমন পাগল নিয়ে ঘর করা অসহ্য , বুঝেছো?
পুষ বিশ্বাস করবে না তুমি , মাপার ইচ্ছে আজ মোটেই ছিলনা ।
এরকম মাপ নিতে আমারও কী ভালো লাগে?
শেষে ভাবলাম এই শেষ বার।
ঘরণী এরকম ‘শেষ বার ’ অনেক শুনেছি .... পেয়েছো কীতুমি?
যাঁরা শিল্পী সেইসব অনন্য প্রতিভা নাকি
কিঞ্চিৎ পাগল হয়, খেয়ালের অদ্ভুত খেয়াল
বিচিত্র দেয়ালা করে।
তুমি ছবি আঁকো -- যদি ভেবেথাকো
তুমিও তেমন কোনো দুর্লভ প্রতিভা --- তাই

আজীবন পাগলামো করে যাবে , আর
মুখবুজে আমি তা সয়েই যাবো , তা আর হবার নয়
সহ্যের সীমা আছে , মনে রেখো।

পুষ চটে যাচ্ছো বড়

ঘরণী চটে যাওয়া ভুল হচ্ছে?

পুষ না , ঠিক তা নয় , তবে --

ঘরণী থামো---,
নিজের প্রতিভা ধুয়ে জল খেয়ে বাঁচতে চাওবাঁচো ,
আমাকে উত্যক্ত করা কেন ? কেন রোজ মাপতে আসো?
দিন দিন আয়তনে ছোট হচ্ছি,
তোমার ফিতেয় সেটা ধরা পড়ছে তাই বলবে তো?
ষোলো আনা পাগল নাহলে, এরকম কেউ ভাবে ?
এরকম কেউ কি শুনেছে , কোনোকালে?
আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে , এতদিনে
ঠাঁই নিতে পাগলা গারদে।
কি যেঅশান্তি নিয়ে থাকি;

পুষ খুবযে বেঠিক কিছু বলছ তা নয়
এই ঘরে থেকে শুধু অশান্তিই বাড়িয়ে যাই।
কিন্তু বল, সব দোষ কেবল আমার?
তুমি একটু একটু করে ছোট হচ্ছো
তাও কী সমস্যা নয় ?
এতে কী আমারও অশান্তি বাড়েনা ?
একসাথে থাকতে হলে
এ অশান্তি ঘুচবার নয় , তাই ভাবি আর নয় , চলেযাই----

ঘরণী যাবেটা কোথায় ?
পাগলা গারদ ছাড়া কোথাও কী ঠাঁই হবে?

পুষ দেখতেই পাচ্ছো , বাক্সো- ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি --
পাগলা - গারদে যদি ঠাঁই হয় , সেখানেই যাবো --

ঘরণী খুব ভালো ,
নিজেই তাহলে স্ব-ইচ্ছায় চলে যাচ্ছো পাগল খানায় ।
নিজের সঠিক স্থান , এরকম ক-জন বা বোঝে ?
এবার মানছি তুমি যথার্থই প্রতিভা সম্পন্নপ্রাণি ;

পুষ উপহাস করতে চাও কর -
ক্রমশই ছোট হচছ , তাই তুমি বুঝবে না আমাকে;
আমি কী একাই শুধু মেপে যাচ্ছি তোমাকে নিয়ত?
আমাকে মাপছো না তুমি?

ঘরণী তোমাকে মাপছি আমি ?

পুষ হ্যাঁ , তাই ;

ঘরণী মাথাটা পুরোই গেছে;
পুরুষ মাথাটা সঠিক আছে, শোনো--
তুমিও আমাকে মাপো , সংসারের মাপে আমি
কতটা মানানসই রোজ মেপে দেখো ।
আমি সেই মাপে নিতান্তই বেমানান তাই
অন্তহীন অশান্তি তোমার ।
আমিও তোমাকে মাপি -----
সংসারের কীট গুলো তোমাকে কামড়ে খেলো কতখানি,
ছোট করে ফেলল কতটা, তা - ই মেপে দেখি ।
এই দেখাদেখি চলেআসছে ষোলোটা বছর ধরে ...
ষোলোটা বছর ধরে কাঁটা বিঁধছে বেঁধাচ্ছি দুজনে।
জীবনে যে সুখ চায় , তাকে কাঁটা বেছে খেতে হয় ,
আমরা গলায় কাঁটা নিয়ে আছি।
ঘরণী ভালো- ভালো কথা তুমি চির কাল বল-
কিন্তু তোমার মুখে ভানো কথা শুনে মন ভালো হয় না তো ?
পুষ সে আমার কপালের দোষ ;
তবে আমি সরে গেলে , শান্তি পাও কীনা দেখ।
একটা সংসার নিয়ে তুমি আছো
আমিও সেখানে আছি।
কিন্তু এই ক্যানভাসের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াই
আমার ভিতরে আর একটাসংসার জেগে ওঠে ,
রেখা - রঙ , দুটি ডানায় আমাকে উড়তে দিলে
উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে আশর্ষ্য খেলায় মেতে ওঠে।
আমার এ খেলাঘর , তোমার ঘরের চেয়ে কম প্রিয়নয় ,----
বরং সেখানে আমি নিজেকে উজাড় করে

মেলে দিতেঅনেকটা জায়গা পাই।
ওখানেই ভেতরের সোনালি মানুষ
নিজের মতন সব রান্না করে খায়- দায় কত কী সববানায়.....
রঙ ঢেলে , রেখাটেনে পৃথিবীকে রাঙায় , সাজায়।
এই দুই সংসারে আমার
প্রত্যহেরআনাগোনা, বসবাস অনর্থ ঘটায়।
একটি সংসার নিয়ে ,যারা তারা সুখি হতে পারে।
আমার মতন যার দুখানি সংসার
বরং সংসার থেকে তার দুরে থাকা ভালো।
ঘরণী যদি এ সংসার ছেড়ে দুরে যেতে চাও যাবে।
তবে আমি বলিনি কখনো চলে যেতে।
কোনো মার্ধ্যাকর্ষণের দুর্বোধ্য টানে
সংসারে মানুষ গাঁথা থাকে,

সেই টান ছিঁড়তে চাও, ছিঁড়ে ফেলো,
তবে তা কী শুভ হবে?
এটা কী সংসার ধর্ম?

পুষ সংসার ধর্ম কি শুধু এটুকুই?
ভাগ্য গুণে যে সব সংসারে
কোনো মানুষের মর্মে শিল্পের স্বর্ণাভ বীজ খসে পড়ে
সে ক্রমশ হয়ে ওঠে সূক্ষ্ম তন্তুতে বোনা
মানুষের অতিরিক্ত অন্য মানুষ
সংসারে চাষবাসে যে ফসল জন্মে না কখনো
তারা সেই কৃষিকাজ করে।
সে রকম গান গায়
কণ্ঠের সাথে যার কোনো যোগ নেই,
সে রকম আংটি গড়ে যা কেবল হৃদয়ে পরানো চলে
সে রকম মাল ওড়ায়, রৌদ্র মুছিয়ে যা ছায়া আনে।
সে রকম আলো খোঁজে
যা নেই আকাশে, চাঁদে,বিদ্যুতে, প্রদীপে।
পৃথিবীকে সাধ্য মতো এরা কিছু দিতে আসে , এরা
শিল্পের স্বভাব , ধর্মে স্বেচ্ছাচারী হতে চায়
নানাবিধ পা ফেলে চলে
হাঁসে কাঁদে নানাবিধ স্বরে।
এদের লালন করা , তাও সংসারের ধর্ম হওয়া ভালো।

ঘরণী এ সব রহস্য কথা মাথায় ঢোকে না।
তোমার পছন্দ মতো সে রকম বদলে যাব
ভরসা রাখি না।
ঘুনের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ছি।

(ঘরণী ভিতর ঘরের দিকে চলে যান। পুষটি শূন্যক্যানভাসটির কাছে চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ব াক্স আরকাঁধের থলেটা সম্বল করে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।)

দৃশ্য ২

(দরজা খুলে দেন অন্য এক রমণী ---- বয়স চল্লিশেরকোথায়, সুশ্রী। খোলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে পুষটি , কঁ াধে ঝোলা ,হাতে বাক্স । বিস্ময় নিয়ে রমণীটি বলে ----)

রমণী কী আশ্চর্য ! তুমি !

পুষ এলাম

রমণী এসো। পঁচিশ বছর পর ..... এমন হঠাৎ....

(ওরা ঘরে এসে বসে । মৃদু হেসে বলে পুষ-----)

পুষ অবাক কাণ্ডই বটে ! পঁচিশ বছর.... কত কাল পর দেখছি ----
আর একটু সুন্দর হওয়া ছাড়া
তুমি প্রায় সে রকমই আছো।

রমণী বাজে কথা রাখো। এতগুলো দিন গেল

কী সাধ্য যে আমি থেকে যাবো যেমন ছিলাম।
তুমিও কী তাই আছো?

পুষ (হেসে) আর একটু বৃদ্ধ হওয়া ছাড়া
আমি প্রায় সে রকমই আছি।

রমণী বৃদ্ধ তুমি হওনি মোটেই।

পুষ সে তোমার চোখে !

রমণী তাহলে ভোলোনি একেবারে?

পুষ সে রকম কথা ছিল নাকি?

রমণী অনেকেই ভুলে যায়।

পুষ কয়েকটি নির্বোধ অসহ্য স্মরণশক্তি নিয়ে বাস করে।
এ-রকম একটিও দিন যায়নি কখনো
একবারও তুমি স্মরণে আসোনি।
হয়তো প্রথম ভালোবাসা, যদি ঠিক ভালোবাসা হয়
মরে না, ঝরে না--- থাকে হৃদয় খনন করে চলে।
যাকে ছুঁয়ে ভালোবাসা জন্ম নেয়,
নিজেকে পুষ বলে চেনা যায়,
তাকে ভোলা যায় না কখনো।
সবচেয়ে তীব্র ভালোবাসা তাকে দিতে হয়
এমন প্লাবন আর আসেনা প্রণয়ে।
প্রথম প্রণয়ে সর্বপ্রথম
রক্ত চিৎকার করে সর্বস্ব কাঁপায়.....
সুখকর আর্তনাদে ফোটে ফুল, পাপড়ি ছড়ায়।
এই সব ভোলা কি সহজ?

রমণী থাক না এসব কথা , অন্য কথা বলো।
হঠাৎ কী মনে করে এলে , তাই বলো।

পুষ না, সে রকম কিছু নয়।

রমণী ছবি আঁকছ?

পুষ ও ভূতটা ঘাড়ে চাপলে , ঘাড় থেকে নামানো কি সোজা?
বাড়িটা কেমন চুপচাপ, আর সবাই কোথায় ?
শুধু তোমাকে দেখেই ফিরে যাবো?
স্বামী পুত্র--- ওদের দেখাও।

রমণী ওরা একটু বেরিয়েছে, এসে পড়বে ।
আমারও থাকার কথা নয়,
ভাগ্যিস থেকে গেছি !
(হেসে) হয়তো বা অন্তর্যামী জানতেন, তুমিএসে যাবে।
(পুষটি মৃদু হাসে)

রমণী তোমার সংসার?

পুষ সংসার ঠিক আছে আমি ঠিক নেই।

রমণী কেন?

পুষ সংসারের মধ্যে যদি আর একটা সংসার নিয়ে থাকি
সব কিছু ঠিক থাকে ?
রমণী কী বলতে চাও ? আর একটা সংসার----
সে কেমন?

পুষ আমার ঘরণী যিনি তাঁকে নিয়ে একটা সংসার
আমি তার মধ্যে আবার
একখানি ছবি আঁকার সংসার পেতে বসে আছি।
দুটি সংসারে তাই অবিরাম ঠোকাঠুকি।
ঘাড়ের ভূতটি বলল, ওহে ভাই ---
দু নৌকায় পা রেখে চলার কৌশল
তোমার আয়ত্তে নেই --- বেছে নাও একটি সংসার।'
ঘাড়ের ভূতটিকে নিয়ে আমি তাই
ঘরণীর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি ।
রমণী তাই সঙ্গে বাক্স - ব্যাগ?
পুষ তা-ই।
রমণী ভূতের কথায় এই সব করে বসলে ?
পুষ ওই ভূতটি কেবল
আমার দুহাত ধরে নিয়ে যেতে পারে
মৃত্যু যতদূর।
এমন কে পারে?
কী যেন বাজাব বলে ঘুম ভেঙেছিল,
কী যেন দেখব বলে চোখ হয়েছিল,
কী যেন বলব বলে কণ্ঠ হয়েছিল ---
এই সব মায়া শুধু আমাকে দোলায়
এই সব মায়া শুধু আমাকে ভোলায়...
তাই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়
ভালো - মন্দ বুদ্ধি আসেনা , তাই
পা যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে হাঁটি !
রমণী এই ভাবে সব ভুলে যাবে?
বনের পাখিটি উড়ে যায় দূর বনে,
নিজের শাখাটি কোনোকালে সে কি ভোলে?
অনাবৃত আকাশের নীচে কোথাও দাঁড়াতে হয় ---
ফিরে যাও ।
পুষ তুমিও একথা বলছ ?
রমণী নিজে ঘরে থেকে অন্য কথা বলব কী করে?
শুধু এইটুকু বলি, সংসার চেনোনি তুমি ।
মাটি ছেড়ে উঠতে চাও ওঠো,
কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টান নেই

সে কথা বলতে চাও তুমি?

পুষ মাধ্যাকর্ষণ! তোমার মুখেও ! থাক,
এসব প্রসঙ্গ থাক।

রমণী গৃহহীন জীবন কি ভালো?

পুষ এক বিজন আবাস আমাকে আশ্রয় দেয়
গৃহহীন ভেবোনা আমাকে ।

রমণী এই কথা বলে চলে যাবে তাই কি এসেছ?

পুষ আর কী চাইতে পারি? এই অবেলায়
কী দেবে আমাকে ?
পঁচিশ বছর পর আচম্বিতে দেখা, আমাদের
অন্তর্গত দাহ্যবস্তু খুব নেই
তা নাহলে দুজনের অকস্মাৎ দৃষ্টির মিলনে
বিস্ফোরণ ঘটে যেত তীব্র নিনাদে,
মত্ত উল্লাসে হা হা করে হেঁকে উঠত রিক্ত অতীত।
সে রকম কিছুই হল না ।
তবুও তোমার দুটি চোখ আজও সেই পাখা নাড়ে
গায়ে লাগছে পুরোনো বাতাস ।
এই শান্ত শিহরণ , কম কিছু ?
আর কী চাইতে পারি , এই ভালো।

রমণী আমরা অল্পে তুষ্ট, তা-ই ভালো ।

পুষ তবে একটা অনুরোধ ছিল ?

রমণী অনুরোধ?

পুষ ইচ্ছেও বলতে পারো।

রমণী ইচ্ছে কী বলো।

পুষ ভাবছি বলব কী না।

রমণী বলোই না । বলো ---

পুষ না তেমন ভয়ঙ্কর কোনো ইচ্ছে নয় ।
তোমার ও হাত একবার ছুঁয়ে দেখব, তা- ও চাইবো না।
এত কম তৃষ্ণা নিয়ে আসিনি এখানে।
আমার ঝোলাটা দেখছ ?

রমণী হ্যাঁ

পুষ এটা যদি রেখে দাও।

রমণী কী আছে ঝোলায় ?

পুষ কী আছে?
ধরো চলতে গেলে ভারী লাগে , পা ফেলতে কষ্ট হয়
এরকম কিছু, তার বোঝা।
যদি এই বোঝাটুকু নিয়ে রাখো তোমার জিম্মায়
বড়ো হাল্কা হয়ে যাব।
ঈশ্বরের দেওয়া দুটি ডানা দু-কাঁধে সাজিয়ে

অনন্তে উড়াল দেবো, যেন দেবদূত।
কাঁধের ঝোলাটা নেবে তুমি?

রমণী এ-রকম একটা থলে আমারও যে আছে।
বইতে খুব ভারী তবু বইতে হয় ---
তোমার ঝোলাটা নিলে দুটো বোঝা নিয়েআমি
চলব কি করে ?

পুষ তাহলে কী আর করা?
তাই ভালো , নিপায় দুইজন যে - যার কোটরে থাকি
নিজস্ব ঝুলির ভার বয়ে।
এ-ছাড়া অন্য উপায় তো নেই ।

রমণী উপায় একটা হতে পারে।

পুষ কী রকম?

রমণী আমার থলেটা তুমি নাও,
তোমারটা আমি রাখি ।

পুষ (হেসে) চমৎকার কৌশলী উপায় ----
চোখের জলের বদলে চোখের জল ,এ-রকম বিনিময় ।
তার চেয়ে যে পথে এসেছি সেই পথে চলে যাই ।
তোমার দুচোখ খানিক সজল হল ---
হয়ত বিদায়নিয়ে চলে গেলে
আমাদের মাথার উপরে
কিছু কিছু মেঘ এলে পুঞ্জ হবে;

বৃষ্টির বদলে কিছু অশ্রুপাত হবে
রৌদ্র যা কখনো শুকোতে পারেনি ।

রমণী আবার কী দেখা হবে?

পুষ বাঁচতে হলে বাতাস তো চাই ।
আবার দুজনে মুখোমুখি হতে পারি বাতাসের লোভে ।
বাতাসের সাধ্য নেই ধবংস করে নিজের বাতাস ।
(পুষটি চলে যায়, দুয়ারে রমণী)

দৃশ্য ৩

(রাত ।পার্কের বেঞ্চিতে একা বসে আছে পুষটি। পাশে ব্যাগ - বাক্স রাখা আছে ।সিগারেট খাচ্ছে পুষ টি । ছায়া ছায়াঅন্ধকারে কে একজন মহিলা এসে বেঞ্চে বসে --- মুখে রহস্যময় চাপা হাসি ।পুষতাকায় , চমকে ওঠে ।মহিলা তার ঘরণী ।)

পুষ তুমি এইখানে ?
(ঘরণী পূর্ববৎ রহস্যময় হাসে)

পুষ কী করে এখানে এলে?
(ঘরণী পূর্ববৎ)

পুষ কথা বলো কী করে এখানে এলে ?
রমণী শুধু এইখানে ?
সর্বক্ষণ তোমার সাথেই আছি ----
ঘর ছেড়ে সেই যখন বেরোলে সেই থেকে ।
পুষ অসম্ভব
আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !
কী করে এখানে আসো , আসতে পারো ?
ঘরণী যারা অশরীরি তারা সহজেই যত্র তত্র যেতে পারে।
পুষ অশরীরী? তুমি?
রমণী ছুঁয়ে দেখো, স্পর্শ নেই --
পুষ তাহলে কী ---
ঘরণী (হাসে)ভয় নেই , তোমার ঘরণী
মনোদুখে আত্মহত্যা করে
ভূত হয়ে এসেছে এখানে , সে সব কিছুই নয় ---
তোমার ঘরণী সশরীরে ঘরে আছে, --- জীবন্ত, সচল।
পুষ তবে তার মূর্তি ধরে কে তুমি এখানে ?
ঘরণী (রহস্যময় হাসে) বুঝে নাও।
পুষ কিছুই বুঝছি না আমি । কেতুমি? কী চাও ?বলো!
ঘরণী তোমার ঘরণী তার ঘরে ,আমি তার ছায়া !
পুষ তার ছায়া ?
রমণী মানুষ যখন যাকে ত্যাগ করে
সে তখন ছায়া হয়ে পিছু নেয়
যতক্ষণ ভুলছ না তাকে
ততক্ষণ সে তোমার মনের ভিতর
বসে বসে আমার সাথে ই মনে মনে
কথা কাটাকাটি করছিলে , ঠিক কী না ?
আমি তাই তোমার সাথেই আছি , চাও বা না চাও ।
তোমার মগজে তুমি সযত্নে একটি বাসা গড়ে
আমাকে রেখেছো কাছাকাছি ।
যদি এই বাসা ভেঙে দিতে পারো
তবেই আমার ছায়া চলে যাবে ।
তার আগে নয় । পারবে কি ?অসম্ভব !
(হাসে অশরীরী ঘরণী , প্রতিধবনি হয় । কেমনভয়ার্ত
দেখায় পুষ টিকে।)
ঘরণী ভয় পাচ্ছো ? কীসের বিপদ ?
পুষ ছায়া কিছু নিরাপদ শরীরীর চেয়ে ।তাই ঠিক ভয় হচ্ছে না ।
রমণী তাই বুঝি ? দ্যাখোনি কি মানুষের ছায়া তার
শরীরের চেয়ে আরও দীর্ঘতর হয় ?
ছায়া আরও বলবান ---

ছায়ার জীবন্ত কোনো চোখ নেই , তবুও সে দেখে ,
দাঁত নেই , তবু সে চিবিয়ে খায় ,
বুকে তপ্ত ওষ্ঠ চেপে রক্ত পান করে ।
স্মৃতি ছায়া রূপ ধরে এসে
লণ্ডভণ্ড করে দেয় দুঃখ সুখ নিশ্বাস প্রশ্বাস ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com